দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

ঢাবিতে আত্মহত্যা রোধের উপায় নিয়ে বিপাকে কর্তৃপক্ষ

প্রেমঘটিত কারণে ৪ বছরে ৯ জনের আত্মহত্যা

শাহজাহান শুভ

তারাও মেধা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল। রঙিন স্বপ্ন উঁকিঝুঁকি মারত তাদের মনেও। বন্ধু-বান্ধব ছিল অগণিত। পদচারণায় মুখর ওই আমতলা, বটতলা, ডাকসু, টিএসসি কিংবা কার্জন হল যেন তাদের এখনো ডাকে। কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেয়ার সামর্থ্য তো তাদের নেই। সাড়া দেবেই বা কী করে। ক্যাম্পাস তাদের চিরতরে বিদায় [illegible] মর্মান্তিকভাবে। গত ৪ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ জন শিক্ষার্থী

পৃঃ ১১ ঃ কঃ ৬

ঢাবিতে আত্মহত্যা রোধের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

আত্মহত্যা করেছে। যাদের ৭ জনই ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আত্মহত্যাকারীদের সহপাঠী এবং ব্যবহৃত ডায়েরিসহ নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এসব আত্মহত্যার মূলে রয়েছে তথাকথিত প্রেম ও প্রতারণা। একের পর এক আত্মহত্যার ঘটনায় বিপাকে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সর্বশেষ ছাত্রীহলগুলোতে কাউন্সেলিং এবং মনোবিজ্ঞানী নিয়োগের সিদ্ধান্তের এক মাসের মধ্যে আরেকটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল।

শুধুমাত্র রোকেয়া হলেই গত দেড় বছরে প্রেমঘটিত কারণে ৩ জন ছাত্রী আত্মহত্যা করে। এছাড়াও আরও কয়েকজন আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, একই কারণে গত ২৫ জুন রোকেয়া হলের আইন বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্রী জোহরা খান প্রজ্ঞা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া এক হিন্দু ছেলের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। ২০০৫ সালের জুলাই মাসে বাণিজ্য আক্তার নামে ইংরেজি বিভাগের আরেক ছাত্রী আত্মহত্যা করেছিল। তার আত্মহত্যার কারণও প্রেমঘটিত ছিল। ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর এ হলের আবাসিক ছাত্রী শিল্পী রাণী আত্মহত্যা করে।

শুধু রোকেয়া হলেই নয় অন্য আবাসিক হলগুলোতে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। ২০০৫ সালের ২৭ জুলাই শামসুন্নাহার হলে আত্মহত্যা করে কাকলি রায় নামের সমাজবিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের এক ছাত্রের সাথে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ায় সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। একই বছর শামসুন্নাহার হলের আরেক ছাত্রী মিরপুরে আত্মহত্যা করে। এটিও ছিল প্রেমঘটিত। ২০০৩ সালে ভূগোল বিভাগের ৩য় বর্ষের এক ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনের এক হেলপারের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। প্রেম সফল না হওয়ায় সে আত্মহত্যা করে।

আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরাও পিছিয়ে নেই। এসব ক্ষেত্রে প্রেমঘটিত কারণ ছাড়া পারিবারিক অশান্তিও কাজ করে। ২০০৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ছাত্র রবিউল ইসলাম প্রেমের কারণে তার গ্রামের বাড়ীতে আত্মহত্যা করে। ২০০৫ সালের মার্চ মাসে সূর্যসেন হলের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র হুমায়ুন কবির। সে পারিবারিক অশান্তির কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। একই বছর জুলাই মাসে প্রেমিকার অবহেলা সইতে না পেরে [illegible] ৪ তলা থেকে লাফিয়ে [illegible] ৪র্থ বর্ষের ছাত্র সাজন। [illegible] ও জিয়াউর রহমান হলের একাধিক [illegible] আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। [illegible] রোকেয়া হলের [illegible] এম এম ইসলাম বলেন, প্রেম ও প্রেমঘটিত বিষয়ে হতাশ হয়ে ছাত্রীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তিনি বলেন, [illegible] চারটি ছাত্রীকে আত্মহত্যা করতে দেখেছি। যার নেপথ্যে একই ধরনের ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সর্বশেষ আইন বিভাগের মেধাবী ছাত্রী প্রজ্ঞার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, বন্ধুভাষী, পড়ুয়া ও ধার্মিক হিসেবে প্রজ্ঞা সকলের কাছে পরিচিত। এ মেয়ে আত্মহত্যা করবে কেউ ভাবতেও পারেনি। শহরের অনেক উচ্চবিত্ত হিন্দু ছেলের প্রতারণার কারণে সে আত্মহত্যা করে। সর্বশেষ গত বুধবার এক প্রকার অভিমান করেই চলে গেলেন কুয়েত-মৈত্রী হলের ছাত্রী সাবেরা ইয়াসমিন পাপড়ি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ ইভিনিং প্রোগ্রামের এক ছাত্রের সঙ্গে তার প্রেম ছিল বলে জানা যায়।

আত্মহত্যার লাশ পরিবারের হাতে তুলে দেয়া ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। নেপথ্য নায়কদের নাম ঠিকানা জানার পরও তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. আ কা ফিরোজ আহমদ বলেন, আমরা কি সূত্র ধরে ব্যবস্থা নেব। আত্মহত্যার পেছনে শুধু কি প্রেমিক বা প্রেমিকাই দায়ী? তাদের পরিবারের কোন দায়বদ্ধতা নেই। তাহলে কার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। তিনি বলেন, আমরা বড়জোর একটি অপমৃত্যুর মামলা করতে পারি।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর সিদ্দিকুর রহমান বলেন, বেশীরভাগ ঘটনাই ছেলেমেয়েদের প্রেমের সম্পর্ক থেকে সৃষ্ট। ছেলেমেয়েদের সম্পর্কের বেশীরভাগই পরিণতির দিকে যায় না। তিনি এ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সতর্ক থাকার আহবান জানান।